LECTURE NOTE FOR SEM -2 SANSKRIT HONS STUDENTS

TEACHERS`NAME- ARPITA PRAMANIK

DEPARTMENT OF SANSKRIT

K.C.COLLEGE, HETAMPUR, BIRBHUM

DATE-9-5-2020

PAPER-CC-4

TOPIC-SREEMADBHAGABADGITA

(KARMA, AKARMA AND BIKARMATATTWA)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম তত্ত্ব

পরম সুখেপ্সু জীবের পক্ষে কী কর্ম করণীয়, আর কী কর্ম করণীয় নয় তা বোঝাতে গিয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান কর্মতত্ত্ব, অকর্মতত্ত্ব ও বিকর্মতত্ত্বকে সুষ্ঠুভাবে উপন্যাস করতে গিয়ে বলেছেন---

''কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।।''৪/১৬
''কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ।।''৪/১৭

এই শ্লোকগুলির অর্থ হল যথাক্রমে--''কর্ম কি, কর্মশূন্যতাই বা কি, এবিষয়ে পন্ডিতেরাও মোহপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না। অতএব কর্ম কি (অকর্ম কি) তাহা তোমাকে বলিতেছি, তাহা জানিলে অশুভ হইতে (সংসারবন্ধন হইতে) মুক্তহ ইবে।''

দ্বিতীয় শ্লোকটির অর্থ--বিহিত কর্মেরও বুঝিবার বিষয় আছে, বিকর্ম বা অবিহিত কর্মের ও বুঝিবার বিষয় আছে, অকর্ম বা কর্মত্যাগ সম্বন্ধেও বুঝিবার বিষয় আছে: কেননা কর্মের গতি (তত্ত্ব) দুজ্ঞেয়।

সাধারণতঃ মানুষ তার দেহ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সাধিত ক্রিয়াকেই কর্ম বলে মনে করে। এবং দেহ ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া বন্ধ হলে তাকে অকর্ম বা কর্মহীন অবস্থা বলে মনে করে। কিন্তু ভগবান্ দেহ, বাক্য ও মন দ্বারা যে সমস্ত ক্রিয়া সংগঠিত হয় সবগুলিকেই কর্ম বলেছেন-- **''শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।''** অর্থাৎ মানুষ শরীর, মন ও দেহের দ্বারা শাস্ত্রানুকূল বা অশাস্ত্রীয় যা কিছু কর্ম করে।

ভাব অনুসারেই কর্মের সংজ্ঞা হয় । ভাব পরিবর্তিত হলে কর্মের সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হয়। যেমন-কর্ম স্বরূপতঃ সাত্ত্বিক দেখালেও কর্তার ভাব যদি রাজসিক বা তামসিক হয় তাহলে তার কর্ম ও রাজসিক বা তামসিক হয়ে যায়। যেমন কেউ দেবীর উপাসনারূপ কর্ম করছে, যা স্বরূপতঃ সাত্ত্বিক কর্ম , কিন্তু উপাসনাকারী যদি সেটি কামনা সিদ্ধির জন্য করেন তাহলে সেটি রাজসিক কর্ম হয়ে যায়। সেরূপ কর্মকর্তার যদি ফলেচ্ছা, মমত্ববোধ, এবং আসক্তি না থাকে তাহলে তার কৃতকর্মগুলি অকর্ম হয়ে যায় অর্থাৎ সেগুলি কর্মফলে আবদ্ধ করে না। তাৎপর্য হল এই যে, বাহ্যিকভাবে কর্ম করা বা না করায় কর্মের প্রকৃত

স্বরূপের জ্ঞান হয় না। এই ব্যাপারে শাস্ত্রজ্ঞ বিশিষ্ট বিদ্বানগণ ও মোহগ্রস্ত হন অর্থাৎ কর্মতত্ত্ব যথাযথভাবে নিরূপণ করতে সমর্থ হন না। যে ক্রিয়াগুলিকে তাঁরা কর্ম বলে মনে করে সেগুলি কর্ম, বিকর্ম ও অকর্ম যেকোনোটি হতে পারে। কারণ কর্তার মনোভাব অনুযায়ী কর্মে স্বরূপ অবধারিত হয়। সেজন্য ভগবান্ জানাচ্ছেন প্রকৃত কর্ম কি ? এটি কেন আবদ্ধ করে , কেমন করে আবদ্ধ করে এবং এর থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় ?--এইসব সম্যক্ভাবে জএনে কর্ম করলে কর্ম আর বন্ধনের কারণ হয় না। মানুষের মধ্যে যদি মমতা, আসক্তি , কামনা থাকে তবে কর্ম না করলেও বাস্তবে তার দ্বারা কর্মই হয়ে থাকে অর্থাৎ কর্মে লিপ্ততা থাকে । কিন্তু যদি মমতা, আসক্তি ফলেচ্ছা না থাকে তাহলে কর্ম করলেও কর্ম করা হয় না। অর্থাৎ কর্মে সে নির্লিপ্ত থাকে --

‘‘ন মং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা ।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে।।’’ ৪/১৪

তআৎপর্য হল এই যে, কর্তা নির্লিপ্ত হলে কর্ম করা বা না করা-দুইই কর্ম বলে বিবেচিত হয়।

ভগবান্ কর্মতত্ত্বের মুখ্যতঃ দুটি ভাগের কথা বলেছেন। যথা-কর্ম ও অকর্ম। কর্মের দ্বারা জীব আবদ্ধ হয় আর অকর্ম দ্বারা (অন্যের জন্য কর্ম করলে) মুক্ত হয়ে যায়। মানুষ যদি তার সুখভোগের জন্য অথবা মান, মর্যাদা, স্বর্গ, ইত্যাদি লাভের জন্য কর্ম করে , অথবা সেই কর্ম তাকে আবদ্ধ করে , কিন্তু যদি তার লক্ষ্য অনিত্য অসাড় এই জগতের দিকে না থাকে এবং সে জগৎ সংসার থেকে সম্পর্ক ছেদ করার জন্য নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র অন্যের হিতার্থে কর্ম করে, তাহলে সেই কর্ম তাকে আবদ্ধ করে না।

কর্মত্যাগ করা অকর্ম নয়। মোহবশতঃ কর্মত্যাগ করাকে ভগবান্ তামস্ ত্যাগ বলেছেন। শারীরীক ক্লেশের ভয়ের যে কর্ম ত্যাগ করা হয় তাকে বলা হয় রাজস্ ত্যাগ। তামস্ এবং রাজস্ ত্যাগে কর্ম স্বরূপতঃ ত্যাগ হলেও কর্ম থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না। কর্ম ফলেচ্ছা এবং আসক্তি ত্যাগ হলে তাকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলা হয়--**‘‘সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতাঃ।’’** সাত্ত্বিক ত্যাগে স্বরূপতঃ কর্ম করলেও সেটি বাস্তবে অকর্ম। কারণ সাত্ত্বিক ত্যাগে কর্ম হতে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়। সুতরাং কর্ম করলেও তাতে নির্লিপ্ত থাকাই প্রকৃতপক্ষে অকর্ম। শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত ব্যক্তিও অকর্ম কি-সেবিষয়ে বিমূঢ় থাকেন। অতএব কর্ম করা বা না করা -দুই অবস্থাতেই জীব যাতে বদ্ধ না হয় -এই তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম হলেই কর্ম কি এবং অকর্মই বা কি এটি অনুভব করা যায়। যুদ্ধরূপ কর্ম না করাকেই অজুন কল্যাণকর মনে করেছিলেন। তাই ভগবান

বলেছিলেন যে, যুদ্ধরূপ কর্ম পরিত্যাগ করলেই অজুন কর্মহীন অবস্থা বা বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করবে না। বরং যুদ্ধ করেই অজুন সেই কর্মহীন অবস্থা লাভ করতে সক্ষম। অতএব অকর্ম কি- এই তত্ত্বটি অজুনকে আগে বুঝতে হবে। নির্লিপ্ত হয়ে কর্ম করা আর কর্ম করাকালীন নির্লিপ্ত থাকা -এটিই হল প্রকৃত কর্ম বা কর্মহীন অবস্থা। এই তত্ত্ব কর্মযোগ দ্বারা সিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ জানেন অথবা ভগবানই একমাত্র জানেন। **''কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যম্''** কর্ম করার সময় নির্লিপ্ত থাকাই হল কর্মতত্ত্বকে জানা , যার বর্ণনা আমরা গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে **''কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদ্''**-এই শ্লোকাংশের দ্বারা করা হয়েছে। কম্র স্বরূপতঃ এক দেখালেও অন্তরের ভাব অনুযায়ী তার তিনটি ভাগ হয় -কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম।

সকামভাবে করা শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াগুলি 'কর্ম' নামে অভিহিত। ফলাকাঙ্খা, মমতা ও আসক্তি বর্জিত হয়ে শুধুমাত্র অন্যের হিতের জন্য যে কর্ম করা হয় তাকে বলা হয় অকর্ম। বিহিত কর্ম ও যদি অপরের অহিতের জন্য বা কাউকে দুঃখ দেবার জন্য করা হয় সেটিকে বিকর্ম বলা হয়। নিষিদ্ধ কর্মমাত্রই যে বিকর্ম , তা বলাই বাহুল্য। **''অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং''** নির্লিপ্ত থেকে কর্ম করা হল অকর্মের তত্ত্বকে জানা। যার বর্ণনা গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের আঠারো নম্বর শ্লোকে **''অকর্মণি চ কর্ম''** এই পদের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। **''বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ''**-কামনা যখন বৃদ্ধি পায় তখন বিকর্ম বা পাপ কর্ম হয়ে থাকে।

শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মকে বিকর্ম বলা হয় । বিকর্ম করার হেতুই হচ্ছে কামনা। সুতরাং বিকর্মের তত্ত্ব হল কামনা এবং বিকর্মের তত্ত্বকে জানা হল -বিকর্মকে ক্রিয়াগতভাবে ত্যাগ করা। এবং বিকর্মের মূল কারণ কামনা পরিত্যাগ করা। যে কামনার জন্য 'কর্ম' হয়ে থাকে ,সেই কামনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলেই বিকর্ম হতে থাকে। কিন্তু কামনা নাশ হলে সমস্ত কর্ম অকর্মে পরিণত হয়। কামনা নাশ হলে বিকর্ম হয়ই না। বিকর্ম পাপজনক ও নরকপ্রাপ্তির প্রবণতাদায়ক হওয়ায় সর্বদা পরিত্যজ্য। তবে বিকর্মের মূল কারণ 'কামনা' ত্যাগের কথা প্রধানরূপে বলা হয়েছে। ''গহণা কর্মণো গতিঃ'' কর্মের গতি দুজ্ঞেয় । কোন্ কর্ম মুক্তিপ্রদানকারী এবং কোন্ কর্ম বন্ধনকারী এটা ঠিক করা কঠিন কাজ। কর্ম কি, অকর্ম কি এবং বিকর্মই বা কি -এর যথার্থ তত্ত্ব ঠিক করতে বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতও অসমর্থ হন। অজুন এই তত্ত্ব না জানায় যুদ্ধরূপ কর্তব্য কর্মকে ভয়ানক নিষ্ঠুর কর্ম বলে

মনে করেছিলেন। সুতরাং কর্মের গতি বা জ্ঞান অত্যন্ত দুজ্ঞেয়।

কর্মতত্ত্বজ্ঞানের প্রশংসা--ভগবান কর্মতত্ত্বজ্ঞানের প্রশংসা করে বলেছেন--

''কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ।।''

যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম দেখেন এবং যিনি অকর্মে কর্ম দেখেন মানুষের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান যোগী ও কর্মকারী। কর্মে অকর্ম দেখার তাৎপর্য হল -কর্ম করা কালে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি না করা। কর্ম করা ও তার ফললাভের আশা -এইরূপ ভাব নিয়ে কর্ম করলেই মানুষ কর্মফলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সমস্ত কর্তব্য কর্ম শুধুমাত্র জগতের হিতার্থে করলে কর্মের প্রবাহ সংসারের দিকে ধাবিত হয় না। এবং সাধক স্বয়ং অসঙ্গ ও নির্লিপ্ত হয়ে মোক্ষলাভ করেন। এই হল কর্মে অকর্ম পরিদর্শন--

''ত্যক্তা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।।''

যিনি কামনা ত্যাগ করে চিত্ত ও ইন্দ্রিয় সংযত করে সর্বপ্রকার দান উপহারাদি বর্জন করেন তিনিই কেবল শরীর দ্বারা কর্মানুষ্ঠান করলেও পাপভাগী হন না---

''নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।''

অকর্মে কর্ম দেখার তাৎপর্য হল নির্লিপত হয়ে কর্ম করা বা না করা। এটির ভাব হল যে, কর্ম করা বা না করার সময়ও নিত্য নিরন্তর নির্লিপ্ত থাকা। জগতের কাজ করতে প্রবৃত্ত হলে তার কাজে প্রবৃত্তি(করা) এবং নিবৃত্তি(না করা) দুইই উপস্থিত হয়। কোনো কাজে প্রবৃত্তি হয় আবার কোনো কাজে নিবৃত্তি হয়। কিন্তু কর্মযোগীর প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি দুইই নির্লেপপূর্বক এবং জগতের মঙ্গলের জন্যই শুধুমাত্র হয়ে থাকে। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কিছুতেই তাঁর কোনো প্রয়োজন থাকে না। যদি প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে তিনি কর্মযোগী হন না তিনি কর্মী হয়ে থাকেন।

কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম এদুটি কর্মযোগের কথা, যার তাৎপর্য হল-প্রকৃতি থেকে সর্বতোভাবে সম্পর্ক বিচ্ছেদ যেন হয় অর্থাৎ কর্ম করা বা না করায় নিজের কোনো প্রয়োজন যেন না থাকে এবং লোকসংগ্রহার্থে কম্রগুলি করা বা না করা হয় কারণ কর্ম করা কালে নির্লিপ্ত থাকা এবং নির্লিপ্ত হয়েও

অন্যের হিতার্থে কর্ম করা --এই দুটিই গীতার সিদ্ধান্ত। যে ব্যক্তি কর্মে অকর্ম এবং অকর্মে কর্ম দেখেন অর্থাৎ সর্বদা নির্লিপ্ত থাকেন বাস্তবে তিনিই কর্মতত্ত্ব জানেন। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে ভগবান্ কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম এই তিনটি তত্ত্ব সম্যক্ভাবে উপস্থাপনা করেছেন। এখানে **'মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান'**-এই পদের দ্বারা ভগবান্ যেন জানাতে চেয়েছেন যে যিনি কর্মে অকর্মের এবং অকর্মে কর্মের তত্ত্ব জানতে সমর্থ হয়েছেন ,তিনিই সবকিছু জেনে গেছেন অর্থাৎ তিনি জ্ঞাতা-জ্ঞাতব্য হয়ে গেছেন।

.....